Report of Research Project

Academic Year : 2022-23

Department : Bengali

Program name : Bengali Honours

Program Code : BNGA

Type – Research Project

Name of activity : "Natyakar O Kobi Kalidas"

Targeted Students : Semester 6Honours

No. of students completed the Project : 98

Program details : Students of Semester 6Honours in Bengali were guided by departmental teachers to pursue a research project on the greatpoet of Sanskrit Literature - Kalidasa. The work was very beneficial as a small part of plays and poetries written by Kalidasa are included in the syllabus of semester 6 Honours course. Details work on Kalidasa helped the students to understand the literary works of Kalidasa.The whole work was done in Bengali Language.

Synopsis of the research is furnished below --

PRINCIPAL
Dhruba Chand Halder College
P.O.- D. Barasat, P.S.- Jaynagar
South 24 Parganas, Pin- 743372

বিষয় ঃ নাট্যকার ও কবি কালিদাস

বিষয়বস্তু - কালিদাসের আর্বিভাব কাল নিয়ে দেশী বিদেশী বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন যুক্তি তর্কের অবতারণা করেছেন এবং পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্ত করেছেন তার কারণ কবি নিজেই নিজের সম্পর্কে কোন স্পষ্ট উল্লেখ করেন নি। (কালিদাসের নামকে কেন্দ্র করে বহু কাল্পনিক কাহিনী গড়ে উঠেছে। মনে করা হয় তিনি ৪৭২ খ্রীঃ পূর্ববর্তী কালে সম্ভবত ৪০০-৪৫০ খ্রীঃ মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যনাটকাবলী রচনা করেছেন।কালিদাস বেদান্ত, সাংখ্য ও যোগ দর্শনের প্রতি আসক্ত ছিলেন, সেই সঙ্গে বিজ্ঞান, জ্যোতিবিদ্যা এবং ব্যকরণ শাস্ত্রের প্রতিও তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। শাস্ত্র, সাহিত্যতত্ত্ব, নাট্যতত্ত্ব সব বিষয়েই তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। ভারতের নাট্যশাস্ত্রের সঙ্গে তিনি যে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর নাটকে পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাকবি। কালিদাস রচনা করেছিলেন তিনখানি নাটক শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, ও মালবিকাগ্নিমিত্র, দুটি মহাকাব্য রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব এবং গীতিকাব্য - মেঘদূত।

কালিদাসের প্রথম নাটক হোল মালবিকাগ্নিমিত্র। পঞ্চাঙ্কে বিভক্ত এই নাটকটি বসন্তোৎসব উপলক্ষে রচিত ও সম্ভবত উজ্জয়িনীতে প্রথম অভিনীত হয়। নাটকের কাহিনী কালিদাস কল্পিত। শুঙ্গবংশজাত মগধরাজ পুষ্যামিত্র পুত্র অগ্নিমিত্র এই নাটকের নায়ক। নায়িকা মালবিকা ছিলেন বিদঙ রাজকন্যা। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে কালিদাসের কালে নাট্যরীতি কেমন ছিল তার সম্পর্কে অনের মূল্যবান তথ্য আছে। এই নাটকে কালিদাসের নাট্য কাহীনী রচনার নিপুনতা চরিত্র-চিত্রণ দক্ষতা, রাজ-অন্তপুরের বিলাসবৈভব ও ভোগাসক্তির চিত্র রচনার নৈপুন্য লক্ষ্য করা যায়।

কালিদাসের রচিত দ্বিতীয় নাটক হল বিক্রমোর্বশী। এটিও পঞ্চাঙ্কে বিভক্ত এবং বৈদিক সাহিত্য, ব্রাহ্মণ ও পুরাণদিতে বর্ণিত পুরূরবা ও উর্বশীর প্রেম কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এখানে কাশীরাজপুত্রী দেবী ও শীনরীর চরিত্র কালিদাসের নিজস্ব সৃষ্টি।একটিও একটি মিলনান্তক নাটক।

কালিদাসের সর্বশেষ এবং সবদিক থেকে পরিণত নাটক হল অভিজ্ঞানশকুন্তলম্। এটি সাত আঙ্কে বিভক্ত একটি নাটক। এর বিষয় বস্তু মহাভারত থেকে গৃহীত হলেও কাহিনীগ্রন্থন ও চরিত্রচিত্রণে কালিদাস যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। শকুন্তলা চরিত্র চিত্রণেও কালিদাস কিছুটা অভিনবত্ব দেখিয়েছেন।

কালিদাসের দুখানি মহাকাব্য - কুমারসম্ভব ও রঘুবংশের মধ্যে সম্ভবত কুমারসম্ভবই আগে রচিত। কুমার দেবসেণাপতি কার্তিকেয়র নাম, তারকাসুরকে নিধন করে দেবতাদের রক্ষা করার জন্য তার শিবপুত্ররূপে জন্মের পৌরাণিক কাহিনীই এই কাব্যের উপজীব্য। কাব্যটি সতেরোটি সর্গ বিশিষ্ট হলেও প্রথম আটটি সর্গকেই কালিদাসের রচনা বলে পন্ডিতগণ অনুমান করেন। বাকি নটি পরবর্তীকালের সংযোজনী বলে ধরা হয়। পন্ডিতগনের মতে পঞ্চম সর্গ বোধ হয় কুমারসম্ভবের শ্রেষ্ঠতম অংশ। একদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সুনিপুণ বর্ণনা ও অন্যদিকে মানব

PRINCIPAL
Dhruba Chand Halder College
P.O.- D. Barasat, P.S.- Jaynagar
South 24 Parganas, Pin- 743372

স্বভাবের সূক্ষাতিসূক্ষ বিশ্লেষণ কালিদাস উভয়ক্ষেত্রেই যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

কালিদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য হল রঘুবংশ। সংস্কৃত ভাষায় যত মহাকাব্য আছে তন্মধ্যে কালিদাস প্রণীত রঘুবংশ সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। উনিশটি সর্গে রচিত এই কাব্যের উপজীব্য দিলীপ থেকে শুরু করে ইক্ষকু বংশের তথা রঘুবংশের নরপতিগণের কাহিনী। রঘুবংশে কালিদাস ভারতবর্ষের ঐতিহ্যগত এক রাজবংশের ইতিহাসচক্র সেই আবর্তগতিতেই সম্পূর্ণ করে দেখিয়েছেন।

কালিদাস রচিত গীতিকাব্যের নাম মেঘদূত। এই কাব্যে কবির কল্পনা বিকশিত হয়েছে। মহাকাব্যের লক্ষন বিচারে নয়, মহৎ কাব্য, এইজন্যই এটি মহাকাব্য। এই কাব্য রচনার জন্যই তিনি দেশে বিদেশে সমাদৃত হয়েছেন। এই কাব্যটি মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত। এই কাব্যে কালিদাস একদিকে বিরহী প্রেমিকের ব্যকুলতা যেমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তেমনি নিসর্গ বর্ণনার কৃতিত্বও এই কাব্যে প্রদর্শিত হয়েছে।

কালিদাসের আরেকটি গীতিকাব্য হোল ঋতুসংহার। এটি ছয় সর্গে বিভক্ত, ১৫৩ শ্লোকে বিরচিত। এই কাব্যে কালিদাসের প্রকৃতি বিষয়ক কবিতার প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়।

শিখন গুরুত্ব

কালিদাসের এই রচনাগুলো থেকে প্রাচীন ভারতীয় জনপদ নদী গিরির পরিচয় সম্পর্কে জানা য়ায়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর মেঘদূত অবলম্বনে অনেক কবিতা প্রবন্ধ রচনা কবেন। কালিদাসের এই নাটক কাব্য থেকে সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে এবং সংস্কৃত শব্দ, ছন্দ, অলঙ্কার সম্পর্কেও জানা যায়।

বিষয় - ভবভূতির দৃশ্যকাবো

বিষয় বস্তু - নাট্যসাহিত্যে কালিদাসের পরেই একটি স্মরণীয় নাম ভবভূতি। কবির নিজের রচনা থেকে যে আত্মপরিচয় পাওয়া যায় - বিদর্ভ দেশে পদ্মপুর নগরে কাশ্যপ গোত্রীয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মন বংশে তাঁর জন্ম। ভবভূতিকে মোটামুটি সপ্তম শতকের শেষ অথবা অষ্টম শতকের প্রারম্ভের কবি বলে চিহ্নিত করা চলে।

তিনি তিনখানি নাটক রচনা করেছিলেন, তন্মধ্যে দুটি রামকথা আশ্রয়ে মহাবীর চরিত ও উত্তর রামচরিত এবং একটি মালতী মাধব।

সম্ভবত ঃ মহাবীর চরিতই ভবভূতির প্রথম নাট্য রচনা। কিন্তু এর নিশ্চিত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

মালতী মাধব - আনেকে মনে করেন মালতীমাধবই তার প্রথম রচনা। এর বিষয়বস্তু লৌকিক এবং কবিকল্পিত - প্রেম মিলনের গতানুগতিক কাহিনী। এটি দশ অঙ্কে রচিত। মালতী মাধব নাটকে ঘটনা বাহুল্য, বর্ণনার আধিক্য আকস্মিকতার প্রাধান্য নাটকটির বাস্তবতা ধর্মকে কিছুটা ক্ষুন্ন করেছে। তিনি এই নাটকে বিভিন্ন রসের

PRINCIPAL
Dhruba Chand Halder College
P.O.- D. Barasat, P.S.- Jaynagar
South 24 Parganas, Pin- 743372

অবতারণা করেছেন। এই নাটক রচনায় ভবভূতির কবিত্ব শক্তির পরিচয়, ও প্রকৃতির রূপ বর্ণনায় দক্ষতা লক্ষ্য করা যায়।

মহাবীর চরিত ও উত্তর রামচরিত - ভবভূতির অপর দুটি নাটক মহাবীর চরিত ও উত্তর রাম চরিত - জাতীয় বীর রামচন্দ্রের পূর্ব ও উত্তর জীবনের কথা। এই দুটি সপ্তাঙ্কে বিভক্ত নাটক। মহাবীর চরিত নাটকে রামচন্দ্রের সিদ্ধাশ্রম প্রবেশের পর থেকে রাবণ বধ করে অযোধ্যায় ফেরা পর্যন্ত ঘটনা বিবৃত হয়েছে। আর উত্তর রাম চরিতে সীতা বিসর্জনের পর থেকে লব কুশের জন্ম, পিতার সঙ্গে মিলন ও সীতা রামের পুনর্মিলন দেখানো হয়েছে। রামায়ন থেকে কাহিনী গ্রহন করা হলেও নাট্যকার দুই নাটকেই অভিনব ঘটনা সংযোজিত করেছেন – ঘটনা বিন্যাসেও যথেষ্ট মৌলিকতা দেখিয়েছেন – কবি কল্পনার প্রভাব এই দুই নাটকেই বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

মহাবীর চরিত নাটকের কাহিনী বাল্মীকির রামায়ণ থেকে নেওয়া কিন্তু ঘটনার বিন্যাস ভবভূতির নিজস্ব।

উত্তর রামচরিত রামায়ণের উত্তর কান্ড অবলম্বনে ভবভূতি রচনা করেন। এই নাটকে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ভবভূতির রাম প্রজানুরঞ্জনে বিনা ছলে জানকীকে নির্বাসিত করেন। রামায়ণ থেকে উত্তর রামচরিতের সবচেয়ে বড়ো পার্থক্য এখানে রামের সঙ্গে সীতার পুনর্মিলনে। এখানে শম্বুকে বধের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা চলে। রামায়ণ থেকে ভবভূতি ইচ্ছাকৃতভাবেই ভিন্ন পথে গিয়েছেন, তার কারণ তিনি নাটক লিখেছেন আর রামায়ণ উপাখ্যাণ। চরিত্র চিত্রণে ভবভূতি যথেষ্ট সার্থকতা দেখিয়েছেন - রাম সীতার চরিত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি তার নাটকে বিভিন্ন রসের উদ্ভাবন করে দেখিয়েছেন। তাই বলা যায় সংস্কৃত নাটক রচনায় কালিদাসের পরেই ভবভূতির স্থান। বিদ্যাসাগরের মতে উত্তর রামচরিতই ভবভূতির সর্বপ্রধান নাটক।

শিখন - গুরুত্ব

ভবভূতির এই নাটক পাঠের মাধ্যমে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়। বিভিন্ন রস যথা - বীর, করুণ, আদ্ভুত, ভয়ানক ও শৃঙ্গার সম্পর্কে জানা যায়। ভবভূতির দৃশ্য কাব্যগুলোতে মহাকাব্য রামায়ণের ও বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়।

বিষয় - শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাট্য পর্যালোচনা

বিষয়বস্তু - নাট্যকার শূদ্রকের কাল সম্পর্কে দেশী বিদেশী পণ্ডিতদের মতের বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতক থেকে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত তাঁর আবির্ভাবকাল বলে অনুমান করা হয়েছে। অবশ্য মৃচ্ছকটিক নাটকটি যে প্রাচীন তার আভ্যন্তরীণ অনেক প্রমাণ রয়েছে - বৌদ্ধ ধর্মের সুসমৃদ্ধ অবস্থার বর্ণনা, হত্যাপরাধীর মৃত্যুদন্ডাদেশের শাস্তিদানের কথা।

PRINCIPAL
Dhirendra Chand Halder College
P.O.- D. Barasat, P.S.- Jaynagar
South 24 Parganas, Pin- 743372

নাটকটির নামকরণ খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কিন্তু নায়ক চারুদত্ত বা বসন্তসেনার নাম উল্লেখিত হয়নি। এখানে ষষ্ঠ অঙ্কে বর্ণিত একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে নামকরন করা হয়েছে। এই নাটকটি দশ অঙ্কে রচিত। এই নাটকে যে বাস্তবধর্মী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, তাতে এটিকে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে ব্যতিক্রমী নাটক বলা যায়।এই নাটকের কাহিনী আধুনিক উপন্যাসের মতো। এই নাটকে নাট্যকার প্রেম প্রসঙ্গের সঙ্গে কৌশলে রাজনৈতিক ঘটনাকে যুক্ত করে নাটকটিতে নতুনত্ব এনেছেন। এই নাটকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের প্রতিনিধিত্ব লক্ষ্য করা যায় - গনিকা, ব্রাহ্মণ, চোর, বিদূষক, দাসী, চন্ডাল প্রভৃতি উচ্চ মধ্য ও নিম্নশ্রেণীর চরিত্র চোখে পড়ে। এই নাটকে নাট্যকার করুণ রস ও হাস্য রস সৃষ্টিতে সফল হয়েছেন। এছাড়া চরিত্র সৃষ্টি ও ঘটনা গ্রন্থনেও শূদ্রক বিশেষ কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। এই নাটকে মূল কাহিনীর পাশাপাশি উপকাহিনী ও চোখে পড়ে। সবশেষে বলা যায় এই নাটকে নাট্যকারের জীবন বোধের গভীরতা লক্ষ্য করা যায়।

শিখন গুরুত্ব –

শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটকটি সংস্কৃত সাহিত্যের একটি ব্যাতিক্রমী নাটক। এই নাটকে বৌদ্ধ ধর্মের সুসমৃদ্ধ বর্ণনা পাওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষায় লেখা এই নাটকে সমাজের উপরতলা থেকে নীচতলার মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। শূদ্রকের নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তার সৃষ্ট চরিত্রগুলো কোন দেশ কালে আবদ্ধ না থেকে সারা পৃথিবীর চিরন্তন অধিবাসী হয়ে গেছে।

PRINCIPAL
Dhruba Chand Halder College
P.O.- D. Barasat, P.S.- Jaynagar
South 24 Parganas, Pin- 743378